● ইমাম নববী বলেন: “এই দুই সালাত -অর্থাৎ সালাতুর রাগায়েব ও শবে বরাতের সালাত- নিকৃষ্ট, অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বিদআত।” [আল-মাজমু]

প্রিয় মুসলিম ভাই! নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্যগুলো উল্লেখের পর আপনার কাছে এটা স্পষ্ট যে, এই দিন বা এই রাতের ব্যাপারে সহিহ হাদিসে কোন বিশেষ ইবাদাতের কথা উল্লেখ নেই।

তবে সাধারণভাবে শা’বান মাসের ফজিলত বর্ণিত আছে ও রসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এই মহান মাসে সিয়ামের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন উম্মুল মু’মিনিন আয়িশা رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “নবি صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অন্য কোনো মাসে শা’বানের চেয়ে বেশি সিয়াম রাখতেন না।” [বুখারি ও মুসলিম]

উসামা বিন ঝায়েদ رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, “ইয়া রসুলাল্লাহ! অন্য কোনো মাসে আপনাকে শা’বান মাসের মতো সিয়াম রাখতে দেখি না।” তিনি صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, “এটা রমাদান ও রজবের মধ্যবর্তী মাস, যাতে মানুষ গাফেল থাকে। এ মাসে রব্বুল আলামিনের কাছে আমলনামা পেশ করা হয়। আমি পছন্দ করি— আমার আমলনামা আমি সিয়ামরত অবস্থায় পেশ করা হোক।” [হাদিসটি হাসান, নাসায়ি]

আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সুন্নার অনুসারী করুন,
বিদআতীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

শবে বরাতের বিদআত

“সম্পর্কে আলোকপাত”

মাক্তাবাতুল হিম্মাহ

শাবান ১৪৩৮ হিজরি

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম আল্লাহর রসুল, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি।

হামদ ও সালাতের পর,

নিশ্চয় আল-হাক্ক سُبۡحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰ বলেন, ﴿আজ আমি তোমাদের জন্য পূর্নাঙ্গ করলাম তোমাদের দ্বীনকে, সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনিত করলাম।﴾ [মায়িদাহ: ৩] রসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ ءَالِهِۦ وَسَلَّمَ বলেছেন, "আমাদের এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু কেউ সংযোজন করলে, তা প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারি ও মুসলিম]

মানুষ ইদানিং আল্লাহর দ্বীনের মাঝে যে সকল বিদআত সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে শা'বান মাসের পনের দিনপরবর্তী ইবাদতগুলো অন্যতম— যা তারা নিজেরাই তৈরি করে পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেমন তারা শা'বান মাসের পনের তারিখ (শবে বরাতে) রাত জেগে বিশেষভাবে কিয়াম করে, দিনে বিশেষ সিয়াম রাখে বা এ দিন নির্দিষ্ট কিছু সুরা তিলাওয়াত করে। সালাতুর রাগায়েব, সালাতুল আলফিয়াহ বা সালাতুল বারাআ নামে বিভিন্ন ধরণের সালাত আদায় বা আলোকসজ্জা ও হালুয়া-রুটি বিলি করে... এছাড়াও এদিন যা যা প্রচলিত।

উপরোল্লিখিত কোনো বিষয়ে আল্লাহ দলিল অবতীর্ণ করেননি। জাল ও মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল হাদিস ব্যতীত এগুলোর ভিত্তি নেই। নিচে আহলে ইলমদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল—

- ইমাম কুরতুবী: "শবে বরাত বা এর ফজিলত সম্পর্কে এবং এই রাতে

(মৃত্যুর) সময়সীমা নির্ধারণ বিষয়ক কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিস নেই।" [জামি'উ লিআহকামিল কুরআন]

- ইমাম আবু বকর ত্বুরত্বুশী মাগরিবী: ইবনে ওদ্বাহ থেকে বর্ণিত ঝায়েদ বিন আসলাম বলেন, "আমাদের কোনো শায়েখ বা ফকিহকে শবে বরাত ও মাকহুলের হাদিসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে দেখিনি এবং তারা শবে বরাতকে অন্য দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না।" [আল-হাওয়াদিছু ওল-বিদ'আ লিত্বারত্বুশী]
- আল্লামা ইবনুল কাইয়িম: "জাল হাদিসের মধ্যে অন্যতম— শবে বরাতের সালাত সম্পর্কিত হাদিস।" [মানারুল মুনীফ ফিস-সাহীহি ওদ-দায়িফা]
- হাফিজ ইবনু দিহয়া: "জরাহ ও তা'দীল শাস্ত্রে অভিজ্ঞরা বলেন, শবে বরাত সম্পর্কিত কোনো সহিহ হাদিস নেই। সুতরাং আল্লাহর বান্দাগণ! অপবাদ আরোপকারীদের থেকে সতর্ক হন, যারা নেক আমলের নামে (জাল) হাদিস প্রচার করে। যেকোনো নেক আমল রসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ কর্তৃক প্রণীত হওয়া চাই। মিথ্যা প্রমাণিত আমলের বৈধতা নেই। অনুরূপ যে ব্যক্তি হাদিসটি ছরিয়েছে সে শয়তানের খেদমতে লিপ্ত। কারণ সে বানোয়াট আমল প্রমাণের জন্য রসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ এর নামে এমন হাদিস ব্যাবহার করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি।" [বা'ইছ আলা ইনকারিল বিদা'ই ওল-হাওয়াদিছ, লিআবী শামাহ আল-মাক্বদিসী]
- ইমাম শাওকানী: "আল-মাজদ মুখতাসারে বলেন, শবে বরাতের সালাত সম্পর্কিত হাদিস বাতিল। এই শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ একই কথা বলেছেন।" [তুহফাতু য-যাকিরীন]